স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় :
একজন বাঙালি মুসলিম সাধিকার বয়ান (পর্ব ২)

মাসাহিকো তোগাওয়া

কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ায় লালন সাঁইজির আখড়ায় জনৈক সাধিকা

Dreams Become Reality :
Story of a Bengali Muslim Sadhika (Part 2)

Masahiko Togawa

Abstract

This article deals with the descriptions of different stages of vision accomplishment by Mariam, a Bangladeshi Muslim Sadhika (devotee). It in parallel mentions and analyses the socio-psychological roots of the vision accomplishment as well as the context of her life history, in which she visited various sacred places such as the majars of Maizbhandar Darbar sharif, Hazarat Khan Jahan Ali, Gazi Kalu, Fakir Lalon Sain, and Solaiman Shah. It also includes a comparative discussion between the history of the common Bangladeshi's vision setting and the process of their accomplishment and that of the other regions of the world, such as, West Bengal of India and Japan according to respective socio-political and day-to-day life.

বাংলাদেশের একজন সাধিকা মরিয়ম, বিশেষ কোনো প্রস্তুতি বা সাজসরঞ্জাম ছাড়াই পরনে যা ছিল সেই অবস্থাতেই তিনি তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন; এবং সেই যাত্রায় তিনি স্বপ্নের দৈববাণী বাস্তবায়িত হবার অলৌকিক অভিজ্ঞতা লাভ করেন। যেমন, একটি ঘটনা হচ্ছে—মরিয়ম প্রথমে যে মাজারে যান, সেখানে গিয়ে দেখেন যে, তাঁর জন্য খাবারের আয়োজন করা আছে। সেখানে মাজারের ভক্তের মুখে শোনেন যে, সেই ভক্তও মরিয়মের আসার স্বপ্ন দেখে এই ভোজের আয়োজন করে রেখেছেন।

বেগমের উক্তি-৪

ভাণ্ডারি বাড়িতে গেছি। ভাণ্ডারি বাড়িতে গিয়ে—কসবা গিয়া নামলাম। আখাউড়া-কসবা আছে না? কসবা গিয়া নামছি গাড়িতে থেকে, নেমে যিনার কাছে যাচ্ছি—উনার বাড়ি হলো চন্দ্রপুর, কসবার কাছে আরেক চন্দ্রপুর আছে, কসবার ভেতরে। আমি উনার বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে কসবার কাছে যে চন্দ্রপুর, ওই চন্দ্রপুরে গেলাম।

রিকশা নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে উনার বাড়ি পাইতেছি না, তারপরে আরেক বাড়িতে গিয়া উঠছি, নিশান দেখছি তার বাড়িতে গিয়া উঠছি। এক ব্যক্তি বললো যে, উনিও ভাণ্ডারি।

উনি ভাণ্ডারি বলে উনার বাড়িতে গেলাম, গিয়া রিকশার থাইকা উনার স্ত্রীকে ডাকালাম। যেই ডাকাইছি, উনার স্ত্রীর আইসা আমারে এমন বলছে যে,—'আরে তুই কোন থেকে আসলি এতো রোদ্দের মধ্যে তুই কালো হয়ে গেছিস ঘুরতে ঘুরতে, তাড়াতাড়ি নাইমা আস, আমার ঘরে এসে বোরকা খোল। হাত-পা ধুয়ে আস, খা।'

উনি নামাজ পড়তে ছিলো, উনিও আসলো। উনি এসে আমারে নিয়া কি আপ্যায়ন!

আমি কিছু বুঝতেই পারি না! জীবনে চিনি না, শুনি না, জানি না, আমারে কি করে এতো আপ্যায়ন করতেছে!

পরে যাওয়ার সাথে সাথে বোরকা খুলে হাত-মুখ ধুয়ে আসলাম।

উনি একজন টাইলেট পাশ মাওলানা সাব। তারপরে উনি আমাকে খাটের উপর নিয়া বসাইলো, বসাইয়ে উনার সাথে, একসাথে নামাজপাটি বিছাইয়া আমি আর উনি বসলাম, খাইলাম। উনার স্ত্রীর বাইরে গেলো।

খাওয়ার পরে খাটের উপর বসে আলাপ করছি। তখন আমি বললাম—'বাবা, আমি তো সিগারেট খাই...।'

কই—'খাও খাও মা, কোনো অসুবিধা নাই। কেউ নিষেধ করবে না তোমারে।'

মৌলভী হলেও উনি কিন্তু সিগারেট খায় না, শুধু পান খায় আর পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ে, টাইলেট পাস মওলানা তো। চেহারাটা আপনার মতো [সাক্ষাৎকার গ্রহীতা মাসাহিকো তোগাওয়ার গায়ের রঙের সাথে তুলনা করে বলতে থাকেন] ওই রকম, একদম হলুদের মতো চেহারাটা।

তারপরেও আমি [এ সব কিছু] বুঝতে পারলাম না। তখন উনার স্ত্রী বললো—'আজ রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখছি যে, আমার বাড়িতে মেহমান আসছে।' এই জন্য আমারে এতো যত্ন করতাছে।

ফিরে আসার পথে উনার স্ত্রী আমারে আধ মাইল পর্যন্ত আগাইয়া নিয়া আসছে।

চট্টগ্রামে অবস্থিত মাইজভাণ্ডারি দরবার শরিফ
বাংলাদেশে বিভিন্ন জেলাতে গড়ে উঠেছে মাইজভাণ্ডারি তরিকার ভক্তদের সমাধি

উনি আসতে দিতিই চায় না, নাম নিয়ে নিয়ে ডাকে আর কি মেয়ের মতো আপ্যায়ন করলো।

পরে আমি যার বাড়িতে গিয়ে উঠছি, যার বাড়ি আমি খুঁজতে গিছিলাম, উনার পিতা-মাতার গুরুর বাড়িতে গিয়া আমি উঠছি। পরে উনি চিনছে, ঠিকানা দিয়া দেছে যে, উনি আমার ভক্ত ছেলের ছেলে, নাতি। এই ভাবে চার দিন। তারপর আবার ঠিকানা দেছে।

উনার বাড়িতে আসলাম। উনার বাড়িতে আসছি পর উনার মেয়ে আমার আগেই গিয়া আমার হাত থেকে ব্যাগ নিয়া নেছে! উরাও কিন্তু আমারে চেনে না। আমি একটা ঠিকানা নিয়া গেছি উনার বাড়িতে।

উনি আমারে পেয়ে [উনি আগে গায়ক ছিলেন] আমারে দেখেই বেহালাটা হাতে নিয়ে দুপুর বেলা গান আরম্ভ করছে, আর মার চোখ দিয়া পানি ভাইসে যাচ্ছে, কি আনন্দে যেন উনি বিভোর হয়ে গেছে!

পরক্ষণে আমি যাওয়ার পর অনেক লোকজন আসলো, কথাবার্তা হলো, অনুষ্ঠান হলো। পরে উনি বলছে—'আমি আজকে রাত্রে স্বপ্নে দেখছি আমার বাড়িতে রাবেয়া বসরী আসছে, আইসা অনুষ্ঠান করছে।'

কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়া গ্রামে লালন সাঁইজির সমাধি প্রাঙ্গণে লালনপন্থী সাধক-সাধিকাদের সমাবেশ

এই জন্য উনি আমারে পাইয়া এতো অনুষ্ঠান করছে, সেই থেকে উনি আমারে উপাধি দিছে রাবেয়া। উনার ভক্ত সবাই আমারে রাবেয়া আপা রাবেয়া আপা ডাকে, অন্য নামে কেউ চেনে না।

স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবার অভিজ্ঞতা মানুষের সঙ্গে আধ্যাত্মিক জগতের বন্ধনকে দৃঢ় করার প্রতীকরূপে গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ স্বপ্নে যা দেখে সেটা যখন বাস্তবজীবনে ঘটে তখন তার পিছনে কোনো অদৃশ্য কারণ থাকে। এইরকম স্বপ্ন ও ঘটনার অকস্মাৎ এক হওয়াকে মনঃসমীক্ষণবিদ সি. জি. য়ুং (Psychoanalyst C. G, Jung) সমস্থানিক বা সমকালীন (Syncronisity) বলে নামকরণ করেছেন; অর্থাৎ, দুটো ঘটনা মনে হতে পারে দৈবক্রমে একস্থানে মিলিত হয়েছে, যা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করা যায় না, কিন্তু আসলে ঘটনার পিছনে কোনো অদৃশ্য কারণ থাকতে পারে।

যেমন, আমরা কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে নিয়ে আলোচনা করছি বা তাকে স্মরণ করছি, তখন যাঁর বিষয়ে আলোচনা করছি, তিনি হঠাৎ সেখানে আসেন। এরকম ঘটনা ঘটে।

যেমন, আমি যখন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের এক হিন্দু গ্রামের গবেষণা করছিলাম তখন সেই গ্রামের প্রায় ৩ বছর বয়সী একটি ছেলে হঠাৎ একদিন তার পূর্বজন্ম সম্বন্ধে বলতে শুরু করলো যে, সে তার আগের জন্মে অন্য এক গ্রামে বসবাস করছিল, এবং

লালনপন্থী সাধিকা বেলু ফকিরানি ভক্তের ভক্তি নিবেদন গ্রহণরত

এই গল্পটা সারা গ্রামে ছড়িয়ে ছিল। ছেলেটির কথামতো তার পূর্বজন্মের বাসস্থান খুঁজে বের করে তার মা-বাবার কাছে গিয়ে জানা যায় যে, সেই ছেলেটির প্রায় সমবয়সী তাঁদের ছেলে ৩ বছর আগে মারা গিয়েছিল। এখানে ছেলেটির পরিবার ও সন্তানহারা পরিবার—উভয়ের মধ্যে মানুষের আত্মার পুনর্জন্ম নিয়ে সমান বিশ্বাস না থাকলে এই ঘটনা হওয়ার কথা নয়।

এখানে এক মা-বাবা তাদের ছোট্ট সন্তানের জন্মকে আসলে দূর কোনো জগৎ থেকে আগত ছোট্ট প্রাণ বলে এক অদ্ভুত অনুভূতি অনুভব করছেন, এবং ছোট্ট সন্তানকে হারিয়ে তার অভিভাবক একান্তভাবে প্রার্থনা করছেন যে, তাঁদের সন্তানের আত্মা এই পৃথিবীর কোনো দেশে নতুন প্রাণ নিয়ে পুনরায় যেন জন্ম নেয়। এখানে ঘটনা দু'রকম, কিন্তু দুটো পরিবারের মধ্যে মানুষের জীবন, আত্মা, পুনর্জন্ম নিয়ে চিন্তাভাবনায় মিল দেখা যাচ্ছে।

জাপানের পৌরাণিক কাহিনির মধ্যেও দেখা গেছে, স্বপ্ন গুরুত্বপূর্ণ বাণীর দূত হয়ে আবির্ভূত হয়েছে। যেমন, মাটির তলায় লুকানো সোনার স্বপ্ন দেখে সেই স্বপ্নানুযায়ী সেখানে শর্ত খুঁড়ে ধনী হয়েছেন—এরকম স্বপ্নক্রেতা লাখপতির (বিত্তবান লোকের) কাহিনি বেশ পরিচিত।

আবার, কোজিকি-তে (জাপানের সর্বপ্রাচীন জাতির ইতিহাসে) সুজিন সম্রাটের বর্ণনায় দেখা যায়, কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে জনগণ যখন ভুগছিলেন, তখন সুজিন

ঢাকার মিরপুরে শাহ আলী মাজারে নারী ভক্তদের সমাবেশ

জাপানের সুজিন সম্রাট
যিনি স্বপ্নাদেশের মাধ্যমে ভগবানের ইচ্ছা জানার জন্য পবিত্রবেদীতে শুয়েছিলেন

সম্রাট ভগবানের ইচ্ছা জানার জন্য পবিত্রবেদীতে শুয়েছিলেন, যে বেদীতে শয়ন করলে নাকি ভগবান স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে স্বপ্নাদেশ দেন বলে বিশ্বাস ছিল। কোজিকির এই বর্ণনা অনুযায়ী জাপানের প্রাচীন সামজে স্বপ্ন একপ্রকার Shamanism কৌশল ছিল এবং এই কৌশল বা প্রণালি থেকে অনেক সময় রাজনৈতিক সিদ্ধান্তও নেওয়া হতো, এরকম কাহিনিও প্রচলিত আছে। এ ক্ষেত্রেও স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবার অভিজ্ঞতা দেখা গেছে।

স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার অভিজ্ঞতা, সেটা কেবল ব্যক্তিগত ব্যাপার হলে, মায়া বা ভ্রম বলে মনে করা যেতে পারে, কিন্তু সেই একই অভিজ্ঞতা একাধিক জনের জীবনে ঘটে, তখন স্বপ্নটা বাস্তব ঘটনারই এক অংশ বলে প্রমাণিত হয়।

সেই অর্থে মরিয়মের অপরিকল্পিত তীর্থযাত্রা এবং সেখানে ২বার আপ্যায়িত হবার ঘটনা, এর থেকে বোঝা যায় যে, স্বপ্নের দৈববাণী শুধুমাত্র এক মরিয়মের অভিজ্ঞতা নয়, একই সময় মরিয়মকে যাঁরা আপ্যায়ন করেছিলেন, তাঁরাও মরিয়মের আগমনের

স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং মরিয়মকে পেয়ে তাঁরা বুঝেছিলেন যে ইনিই সেই ব্যক্তি যাঁকে তাঁরা স্বপ্নে দেখেছিলেন। অর্থাৎ মরিয়মই যে তাঁদের স্বপ্নে আবির্ভূত সেই মানুষ, এই অদ্ভুত সত্য তাঁরা মরিয়মের সঙ্গে সাক্ষাতে উপলব্ধি করলেন।

অন্যভাবে দেখলে, বাংলাদেশের মাজারে ভক্তরা স্বপ্নের বিষয় ও অভিজ্ঞতা নিয়ে এতো আলাপ-আলোচনা করেন, কারণ তাঁদের মনে হয়তো সেই দৃঢ়বিশ্বাসটা কাজ করে যে, এই সমাজজীবনটা বাস্তবে শুধুমাত্র চাক্ষুষ কার্যকরণ নীতি দ্বারাই গঠিত নয়, বা শুধুমাত্র সরাসরি (প্রত্যক্ষ) আদান-প্রদান ও বিনিময় দ্বারাই চলে না।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, একই সময়ে কয়েকজন সাধকের মধ্যে অদৃশ্য অভিজ্ঞতা কাজ করছে এবং ক্রমশ আত্মার সঙ্গে যোগ গড়ে ওঠে। এই অচেতন জগৎ বা ধর্মীয় জগৎ মরিয়মের অদ্ভুত কাহিনির মাধ্যমে যেন আমাদের সেই রূপটা দেখাচ্ছে। পরবর্তী স্বপ্নের অভিজ্ঞতা হচ্ছে সাধকদের অলৌকিক বন্ধনের (সম্পর্কের) কাহিনি।

বেগমের উক্তি—৫

আমি একবার একটা সাধনা করতাম। রাত্রে ১২টা ১টার পরে কাঁচাদুধ, তারপরে চিনি, শবরি কলা, মোমবাতি, আগরবাতি, তারপরে একটা আসন নিয়া নদীর ধারে যাইতাম একা। ওখানে সাধনা করতাম। ওই সাধনা করার [জন্য পরতে হতো] কিন্তু পোশাক সব সাদা। রাত্রিবেলা গোসল করতে হতো, [তারপর] পাক-সাক হয়ে পোশাক সাদা পরে তয় [ওখানে] যাইতাম। গিয়ে ওখানে সাধনা করতাম।

ওই সাধনা করার পরে হঠাৎ করে একদিন স্বপ্নে দেখলাম—একটা লোক, কালো জটাওয়ালা, সেই লোকটা আমাকে একদিক থেকে বলছে...আমাদের দেশের এক ব্যক্তি ওর মতো একটা ছেলে আমারে দেখালো আরকি ওই সাধুটারে দেখালো যে, 'উনি সুবল', সুবল মানে কৃষ্ণের ভাই, বুঝছেন কথাটা? আমারে দেখালো যে, 'ইনি রাধা'।

আমার ওই কথাটা শুনে লোকটা বললো যে, তাহলে তো দেখার দরকার আছে। এই কথা বলে মুখ থেকে আমাকে একটা কাগজ বের করে দিলো, মুখের ভেতর থেকে, বের করে দিয়ে বললো যে, 'এইটার ভেতর একটা জিনিস আছে, এইটা তোমাকে রাস্তা দেখাবে।'

তখন আমি কাগজটা ছোট্ট ভাঁজ করা কাগজ, কাগজটা খুললাম, খুলার পরে দেখলাম—এতো বড় পেপারের মতো হয়ে গেছে। তো এই বড় বড় মোটা মোটা লাইন, লেখা ফারসি লেখার মতো, আমি বুঝি না, এক লাইন লেখা, এক লাইন ফাঁক, ফাঁকার মতো, তো বুঝি না, না বুঝলেও ওইটার ভেতর থেকে কিরা বের হলো।

বাগেরহাট জেলার হযরত খানজাহান আলীর মাজার প্রাঙ্গণ

ঝিনাইদহের গাজী কালু চম্পাবতীর মাজারের সম্মুখভাগ

ওই যে সাজনা গাছের মধ্যে একপ্রকার কিরা চাপা খাইয়ে থাকে না? গাছের ভেতরে কোনো ফাঁক থাকলে ওই ধরনের একটা কিরা বের হচ্ছে, বের হয়ে চাক ভাইঙে আমার মাথার উপর উড়ছে।

মাথার উপরে উড়ে ঘুরতাছে ঘুরতাছে, ঘুইরা ঘুইরা আমার যে কোনো এক জায়গায় অবস্থান নিছে, অবস্থান নিয়ে বসেছে, বসার পরে আমি এখানে লক্ষ করে কর্ম করলাম, কর্ম করার পরে আমি আর ঘরে থাকতে পারি না।

ঘরে থাকতে পারি না, না পারার পরে আস্তে আস্তে গেলাম খানজাহান আলীর মাজারে, ওখানে পাঁচ-ছয় দিন থাইকা আর মন টিকলো না। আসলাম। গেলাম।

মনে করলাম আজমিরে যাবো। বর্ডার থেকে, বর্ডারের মাঝামাঝি গিয়া ফেরত আসছি। আসছি ঝিনাইদহ গাজী কালুর মাজারে, ওখানে দশ-বারো দিন থাকছি, ওখানের চেয়ারম্যানও ডেইলি ডেইলি আইসা আমারে সর্তকতা করতো। পরে ওখান থেকেও আইসা পড়ছি। ওরা না করছিল যেতে, তবু আইসা পড়ছি।

এখানে আইসা ওই যে লোকটা আমারে মুখ থেকে কাগজ বের করে দিয়েছিলো, আইসা দেখি ওই লোকটা এখানে [লালনের মাজারে] দাঁড়িয়ে আছে। তখন আমার আর স্বপ্নের কথাটা স্মরণ নাই।

কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়া গ্রামে লালন সাঁইজির মাজার প্রাঙ্গণ

পরে ওই লোকের সাথে আমি সোলেমান শাহর মাজারে গিয়েছিলাম, গিয়ে আস্তানা পেতে বসলাম, আমার একটা গামছা বিছায়ে বসলাম।

বসার পরে উপর থেকে একটা কিরা পড়লো, তো ওই ফালাইলাম, গামছার বাইরে দিছি, আরেকটা পড়ছে, তখন আমার ওই যে কিরা যে দেখছিলাম পেপারের ভেতর থেকে বের হয়েছিল, স্বপ্নের কথাটা ফট করে আমার মনে আইসা গেছে।

আইসা গেছে পরে আমি ওই লোকটার দিকে তাকাইয়া রইছি, এই লোকটাই তো আমারে কাগজ দিয়েছিল মুখ থেকে বের করে। তো তাকাইয়া রইলাম।

তখন ওই লোকটা বললো—'তুমি ওই রকম ফট কইরা স্তব্ধ হয়ে গেলা!'

'আমার একটা কথা মনে পড়ছে।'

পরে সম্পূর্ণ ঘটনা ভাইঙা বললাম, বলার পরে এখানে তিন মাস থাকার পরে ওখানে গেলাম। ওখানে যাওয়ার পরেও যেখানে যাই, কেউ জানেওয়ালা থাকলে তার কাছে খবর হয়ে যায় যে, একটা লোক আসতাছে।

মকদুম শাহর মাজারে গেছি, ওখানে আমি যেদিন গেছি এর পরের দিন সন্ধ্যার সময় এক ব্যক্তি বলে কি—'তুমি আইছো, কালকে রাত সাড়ে তিনটার সময় আমার কাছে খবর আইছে।'

সিরাজগঞ্জের মকদুম শাহের মাজার

'এতো এতো লোক মাজারে আসে, আমার কথা খবর হইলো! আমি তো আপনারে জীবনেও চিনি না!'

মরিয়মের কথায়, এখানে স্বপ্নের দৈববাণী শুধুমাত্র একটা ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু পরে সেটা যখন বাস্তবে ঘটে তখন সেই অদ্ভুত অভিজ্ঞতা স্বপ্নকে বাস্তবরূপ প্রদান করে। অন্যদিকে স্বপ্ন যখন বাস্তবরূপ ধারণ করে তখন স্বপ্নে দেখা দৃশ্য বা ঘটনার সত্যতাকে প্রমাণ করে দেখায়।

এখানে যেমন স্বপ্নের দৈববাণী বাস্তবঘটনার রূপ ধারণ করছে, তেমনি এক সময়ের পৌরাণিক কাহিনিও কোনো যুগে বাস্তবে ঘটেছিল বলে আমি বিশ্বাস করি। দৈনিক বাস্তবকে অতিক্রম করে যে সকল পৌরাণিক কাহিনি বা অতীন্দ্রিয় জগতের অলৌকিক ঘটনা ঘটে, ভক্তরা সেসব বিশ্বাস করে গ্রহণ করেন এবং বাস্তবজীবনে বা সমাজে তার বেশ বড় প্রভাব দেখা যায়।

মরিয়মের ক্ষেত্রে এই স্বপ্নের দৈববাণীর ইঙ্গিত তার শৈশব থেকে পাওয়া ইসলাম ধর্মের শিক্ষাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

পরবর্তী ঘটনায়, মরিয়মের স্বপ্নের মধ্যে ইসলাম ধর্মের কি রকম অর্থ বা বৈশিষ্ট্য আছে দেখা যাক।

কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়া গ্রামে লালন সাঁইজির সমাধি প্রাঙ্গণে সাধক রশিদ শাহ্ ও তাঁর সাধনসঙ্গিনী

কোরানের প্রমাণ

মরিয়ম স্বপ্নে দেখেছেন, চোখের সামনে মেলা কাগজে কিছু অক্ষর লেখা আছে, কিন্তু তিনি সেটা পড়তে পারছেন না।

এরকমই একটি ঘটনা ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষের কাছে পরিচিত সেটা হলো— হযরত মুহম্মদ (স.) যখন হিরা গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন তখন জিব্রাইল (গাব্রিয়েল) নামের এক ফেরেশতা এসে প্রথমবার কোরানের একটি আয়াত [শ্লোক] দিয়েছিলেন বা শুনিয়েছিলেন (?), এটা ঐতিহাসিক প্রকাশের একটা ঘটনা।

হযরত মুহম্মদ (স.) মানব জাতির সর্বশেষ নবিরূপে কোরানের বাণী মানুষের কাছে প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু যখন ফেরেশতার কাছ থেকে প্রথম আয়াত [শ্লোক] দেখেন তখন ফেরেশতা তাঁকে ৩বার পড়তে বলেন, কিন্তু তিনি ৩বারই জবাব দেন— 'পড়তে পারছি না' এবং প্রচণ্ড ঘাবড়িয়ে গিয়ে ঘরে ফিরে যান। পরবর্তীকালে আল্লাহ্‌র এই রহস্যময় ঘটনাটা দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমান সমাজে হযরত মুহম্মদ (স.)-এর জীবন কাহিনির উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনারূপে পরিচিত হয়েছে।

এই কাহিনির প্রভাবটা বাস্তবে আদৌ মরিয়মের স্বপ্নের অভিজ্ঞতায় প্রতিফলিত হয়েছে কি-না প্রমাণ করা মুশকিল। কিন্তু মরিয়ম তারপরও স্বপ্নে অদ্ভুত অক্ষর দেখেছেন যেসব পরবর্তী স্বপ্নের দৃশ্যতে আকাশে রহস্যময় অক্ষর হয়ে প্রকাশ পায়।

ঢাকার মিরপুরে শাহ আলীর মাজার প্রাঙ্গণে ভ্রাম্যমান বই ও পোস্টারের দোকান

বেগমের উক্তি-৬

‘দেখি, বহুত স্বপ্ন দেখি! একদিন দেখেছি আকাশের মধ্যে তারায় কী জানি লেখা! সারা আকাশ ভরা লেখা, লেখা! আর মানুষ চলাচল করতেছে, কিন্তু লেখাগুলো পড়তে পারছি না। মানুষ চলছে, হাঁটছে ওই রকম দেখাচ্ছে।’

মাসাহিকো তোগাওয়ার প্রশ্ন —‘কি লেখা আসলে?’

‘বুঝতে পারছি না। অন্য ভাষায় লেখা আরকি! আমি কেবল বাংলা, আরবি হলে বুঝতাম। অন্য ভাষার লেখা আমি বুঝতে পারি না।

আমি জীবনে বহুত স্বপ্ন দেখছি। স্বপ্ন দেখছি—একটা কাক, কাক এসে একটা রশির মতো ছাড়ছে, আমি ধরে রাখছি। একটা উড়াল দিছে, কাকটা উড়াল দিয়া আমারে উড়াইয়া নিছে। তখন আমার আম্মা বলছে—‘ধরে রাখ, শক্ত করে ধরে রাখ।’ ধরে রাখলে আমি কই ‘আমারে তো নিয়ে যাবে।’ ‘নিয়ে গেলেও ভাল। তোর মুক্তি আছে।’ ‘মা ধরে রাখি।’ ওই রকম স্বপ্ন দেখছি।

বহুত কিছু স্বপ্নে দেখছি। সবই তো সব সময় খেয়াল থাকে না। যখন বুঝি তখন খেয়াল থাকে। আমি আগে প্রায়ই উড়তাম। পাখি যেমনে ওড়ে না অমনে উড়তাম।’

মাসাহিকো তোগাওয়ার প্রশ্ন—‘আর কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন?’

‘বেশি দূর যাইতে পারিনি। কিছু দূর উড়ে গিয়া থেমে যেতাম। যখন বুঝতে পারলাম এখনও হয়তো পূর্ণতা আসছে না। ওই গ্রামের মধ্যে উড়তাম, উড়ে

ভাবনগর সাধুসঙ্গে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপ-সচিব ও কবি মিহির মুসাকীর বক্তব্য শ্রবণরত গবেষক মাসাহিকো তোগাওয়া (মাঝে) এবং তার ডানে আমেরিকা টাফ্‌টস ইউনিভার্সিটির গবেষক অনিকেত দে ও ভাবনগরের রবিউল হক আর বামে সুরুজ আলী ও সাধক শাহ আলম দেওয়ান

একটা গাছের উপর দিয়া একদিক থেকে আরেকদিকে চলে যেতাম, ওখানে গিয়া আবার থামে যেতাম।'

মাসাহিকো তোগাওয়ার প্রশ্ন—'উড়ে তারপর কি করতেন?'

'কি করবো আর। দেখছি, যতটুকু দেখছি বুঝার চেষ্টা করতাম যে, এটা কী, কীভাবে হলো? যখন যেটা দেখি ওটা নিয়েই একটা গবেষণার মতো হয়—এটা কেন হলো? এটার উদ্দেশ্য কী? ওই রকম একটা গবেষণা, আমার অন্য কোনো চিন্তাভাবনা আমার ভেতর থাকে না, কেউ কি বললো? এটা স্মরণ থাকে না। কে আইসা কথা বললো, তাকেও আমার স্মরণ থাকে না। আমাকে নিয়ে আমি সব সময় চর্চা, এই চিন্তা করি। যখন যেটা আসে ওই চিন্তায় থাকি। একটা কথা যদি বলে যে, এরকমভাবে বলে যে, কথাটা পূর্ণ বুঝাইয়া বলে না, মাঝে মাঝে সংক্ষেপে বলে তখন কথাটা নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে হয়। কোন উদ্দেশ্যে, কীভাবে বা কী জন্য বলা হলো?'

সারা আকাশ অদ্ভুত কিছু অক্ষরে ছেয়ে গেছে, আর তার নীচে মানুষ যাতায়াত করছে—এই দৃশ্য রহস্যময়। ছবির মতো রহস্যাবৃত—স্পেনের চিত্রকর Salvador Dali ও বেলজিয়ামের চিত্রকর Rene Magritte-এর মতো। মরিয়মের কথায় এটা বোঝা যায় যে, স্বপ্নের মাধ্যমে মরিয়মকে যে উপদেশ বা বাণী পাঠানো হয়েছে, সেটা জানবার প্রবল কৌতুহল নিয়েই তিনি সেই অচেনা অক্ষরকে যে কোনো রকম পড়ার চেষ্টার করেছেন। মরিয়ম যে সমাজে জন্মগ্রহণ করেছেন ও মানুষ হয়েছেন, অর্থাৎ বাংলাদেশ সমাজে, সেটাই হলো কোরানের প্রতীক।

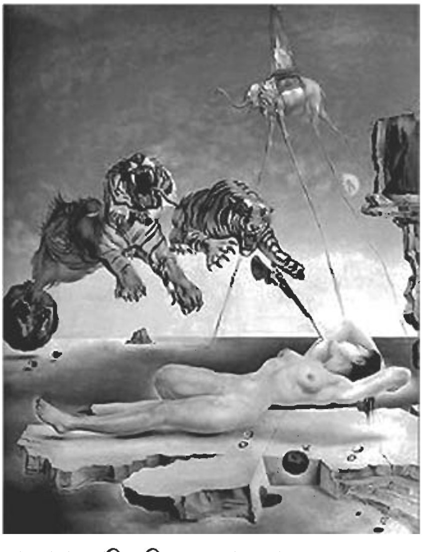

সালভাদার দালি অঙ্কিত স্বপ্ন বাস্তবতা

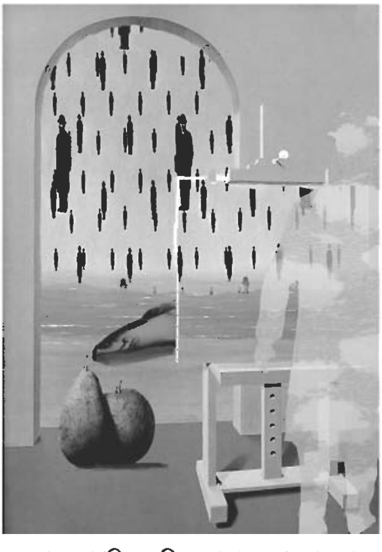

রোনে মাগরিত অঙ্কিত আকাশে ভাসমান মানুষ